তারিখ : ১৮ NOV 2016
পৃষ্ঠা : ৭ ... কলাম : ৩

আমার কেন আর দুর্ভাবনা নেই

সাদাসিধে কথা

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

আজকাল বাংলাদেশে প্রতি বছর খুব হৈচৈ করে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-এর আয়োজন করা হয়। এ বছরের ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের একটি অনুষ্ঠানে আমার আমন্ত্রণ ছিল। সিলেট থেকে ঢাকা যাওয়া এবং অনুষ্ঠান শেষে আবার ফিরে আসা যথেষ্ট ঝক্কির ব্যাপার। যাব কি যাব না সেটা নিয়ে একটু দোটানার মাঝে ছিলাম, শেষ পর্যন্ত চলেই গিয়েছিলাম। গিয়ে অবশ্য খুব ভালো লেগেছে। বিশাল একটি আয়োজন। বাংলাদেশে এ রকম বড় আয়োজন আমার খুব বেশি চোখে পড়েনি।

আমি আজকে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড নিয়ে লিখতে বসিনি। সেখানে যাওয়ার কারণে আমার যে একটি বিশেষ উদ্যোগ দেখার সৌভাগ্য হয়েছে সেটি নিয়ে লিখতে বসেছি।

একটি নির্দিষ্ট সেশনে আমাকে কথা বলতে হয়েছে। দর্শকদের বেশির ভাগই তরুণ, ক... তোলার

তাদের যখন দরকার হবে তারা সেই প্রশ্ন ব্যাংক থেকে প্রশ্ন নিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন। এই মুহূর্তে শিক্ষকরা অনেকেই গাইড বই থেকে প্রশ্ন নিয়ে পরীক্ষা নেন। কাজেই ছেলেমেয়েরা শুধু পাঠ্যবইটি মুখস্থ করে না; পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে আরও কয়েকটা গাইড বই মুখস্থ করে। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, এ বছর যে জেএসসি পরীক্ষা হচ্ছে সেখানেও গাইড বই থেকে প্রশ্ন নেওয়া হয়েছে। এই গাইড বইয়ের প্রকাশকরা নিশ্চয়ই পত্রপত্রিকা টেলিভিশন ফেসবুকে বিজ্ঞাপন দিতে পারে 'আপনার ছেলেমেয়েদের আমাদের গাইড বই মুখস্থ করান, কারণ এ দেশের পাবলিক পরীক্ষায় আমাদের প্রকাশিত গাইড বই থেকে প্রশ্ন নেওয়া হয়!'

যাই হোক, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেই সভায় কীভাবে প্রশ্ন ব্যাংক বানানো যায়, সেটা নিয়ে অল্প-বিস্তর আলোচনা হয়েছে, কিন্তু কেউ বলেনি যশোর শিক্ষা বোর্ড ইতিমধ্যে সেটা তৈরি করেছে। যদি সত্যি সত্যি এত বড় একটা কাজ হয়ে থাকত উপস্থিত যারা ছিলেন তাদের কেউ না কেউ সেটা নিশ্চয়ই উল্লেখ করতেন। কাজেই খুব সঙ্গতকারণে আমি যশোর শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের দিকে খুবই সন্দেহের চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা সত্যি সত্যি এটা তৈরি করেছেন, নাকি এটা তৈরি করার পরিকল্পনা করছেন?'

তারা বললেন, শুধু যে তৈরি করেছেন তা নয়, সেটা ব্যবহার করে তাদের এলাকার সব স্কুলে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে! কাজেই এই এলাকায় গাইড বই এবং কোচিং সেন্টারের বারোটা ... আমি রীতিমতো হতবাক।

দিয়ে এলো। হতভাগা মেয়েটি কোচিং সেন্টারের শিট, গাইড বই এবং প্রথম আলোর 'পড়াশোনা পৃষ্ঠা' মুখ কালো করে মুখস্থ করতে লাগল।

যারা এখনও জানেন না তাদের মনে করিয়ে দেওয়া যায়, আমাদের দেশের সব ক'টি বড় বড় পত্রিকা দেশ, জাতি, সমাজ, শিক্ষা- এসব নিয়ে বড় বড় আলোচনা করে। কিন্তু তারা সবাই নিয়মিতভাবে তাদের পত্রিকায় গাইড বই ছাপায়। যদিও এ দেশে গাইড বই বেআইনি। গাইড বই এবং পাঠ্যবইয়ের মাঝে পার্থক্য কী যারা জানেন না, তাদের মনে করিয়ে দেওয়া যায়- পাঠ্যবইয়ে একটা বিষয় সম্পর্কে লেখা হয়। গাইড বইয়ে শুধু প্রশ্ন এবং তার উত্তর লেখা হয়। ছেলেমেয়েরা গাইড বই থেকে কোনো বিষয় সম্পর্কে জানে না, তারা শুধু কিছু প্রশ্ন এবং তার উত্তর মুখস্থ করতে শেখে। আমাদের

যাই হোক, যশোর শিক্ষা বোর্ডের সেই ভিডিওর বিষয়বস্তুতে ফিরে যাই। সেখানে দেখানো হয়েছে, গাইড বইয়ের প্রকাশকরা বড় বড় বান্ডিল করে স্কুলে স্কুলে যাচ্ছে এবং দুর্নীতিপরায়ণ হেডমাস্টাররা সেই গাইড বই তাদের কাছ থেকে নিচ্ছেন এবং ছাত্রছাত্রীদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। যে স্কুলগুলো ভালো সেখানে গাইড বইয়ের লোকজন ঢুকতেই পারছে না এবং স্কুলের দারোয়ানের হুঙ্কার শুনে প্রাণ নিয়ে পালাতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ছে।

লেখাপড়ার এই ভূমিকাটি দেখিয়ে যশোর শিক্ষা বোর্ডের ভিডিওটিতে তারা প্রশ্ন ব্যাংকের মূল বিষয়টিতে ফিরে গেছে। যারা সৃজনশীল প্রশ্ন করার বিষয়টি জানেন তারা শিক্ষকদের ট্রেনিং দিচ্ছেন। শিক্ষকরা তারপর সৃজনশীল প্রশ্ন করছেন এবং সেই প্রশ্নগুলো প্রশ্ন ব্যাংকে

ভিডিও হতে পারত, যদি তারা এর পেছনের কাজগুলো করে না রাখতেন। শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা আমাকে জানিয়েছেন, কয়েক বছর আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সব শিক্ষা বোর্ডের কাছে প্রশ্নের ব্যাংক বানানোর জন্য নির্দেশনা পাঠানো হয়েছিল এবং সেই নির্দেশনা পেয়ে যশোর শিক্ষা বোর্ড তাদের প্রশ্ন ব্যাংক তৈরি করার উদ্যোগটি নিয়েছিল। প্রশ্ন করার জন্য একটা চমৎকার পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। কর্মকর্তারা আমাকে সেটি দেখিয়েছেন এবং দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে অভিভূত করেছে সেটি হচ্ছে প্রশ্নের সংখ্যা। তারা আমাকে জানিয়েছেন, তাদের প্রশ্ন ব্যাংকে ইতিমধ্যে এক লাখের মতো প্রশ্ন জমা হয়ে গেছে!

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে যেহেতু সব শিক্ষা বোর্ডকেই নির্দেশনা পাঠানো হয়েছিল, কাজেই হয়তো অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডও একইভাবে প্রশ্ন ব্যাংক তৈরি করে ফেলেছে কিংবা তৈরি করতে যাচ্ছে। আমি যেহেতু শুধু যশোর শিক্ষা বোর্ডের উদ্যোগটি দেখেছি তাই তাদের কথাটিই বলছি! অন্যদের কথা জানলে সেটাও সমান আগ্রহ এবং উৎসাহ নিয়ে বলতাম।

আমাদের দেশে যখন প্রথম সৃজনশীল প্রশ্ন চালু করা হয়েছিল তখন আমরা সবাই এটা নিয়ে খুবই আগ্রহী হয়েছিলাম। এটা বাংলাদেশের আবিষ্কার নয়, সারা পৃথিবীতেই এভাবে পরীক্ষা নেওয়া হয়। আমরা একটু দেরি করে শুরু করেছি। যখন এই পরীক্ষা পদ্ধতিটি চালু করা হয়, তখন অনুমান করেছিলাম প্রথম প্রথম এভাবে প্রশ্ন করতে শিক্ষকদের একটু অসুবিধে হবে, কিন্তু ধীরে ধীরে সবাই ব্যাপারটা ধরে ফেলবেন। শিক্ষকদের সে জন্য ট্রেনিং দেওয়া হবে এবং প্রথম প্রথম কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশ্ন তৈরি ... পাঠানো হবে। আমরা

থাকবে না। আক্ষরিক অর্থেই লাখ লাখ প্রশ্ন থাকবে। শিক্ষকরা তাদের প্রয়োজনে সেখান থেকে প্রশ্ন নামিয়ে পরীক্ষা নিতে পারবেন, ছাত্রছাত্রীরা সেখান থেকে প্রশ্ন নামিয়ে নিজেদের যাচাই করতে পারবে (যেহেতু একই সঙ্গে প্রশ্ন আর তার উত্তর নামিয়ে সেটা মুখস্থ করার কোনো সুযোগ থাকবে না, তাই সেটা কখনই গাইড বই হয়ে যাবে না!) ছাত্রছাত্রীরা যখন আবিষ্কার করবে তাদের পরীক্ষার প্রশ্ন আর কোনো গাইড বই থেকে কিংবা কোনো কোচিং সেন্টারের মডেল টেস্ট থেকে আসছে না তখন রাতারাতি এই বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু এই উদ্যোগটি সহজ নয়, ব্যক্তিগতভাবে করাও সম্ভব নয়। এটি করা সম্ভব শুধু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে। তাই যখন আমি আবিষ্কার করেছি, যশোর শিক্ষা বোর্ড আমি যে বিষয়টি নিয়ে স্বপ্ন দেখতাম হুবহু সেই বিষয়টিই করে রেখেছে, তখন আমার আর আনন্দের সীমা ছিল না। (আমার ছাত্র আর শিক্ষকরা মিলে এ ধরনের একটা উদ্যোগ বেশ আগেই নিয়েছিল। যশোর শিক্ষা বোর্ডের উদাহরণটি দেখে তাদের উৎসাহ শত গুণে বেড়ে গেছে।)

কাজেই আমি অনুমান করছি, যশোর শিক্ষা বোর্ডের উদাহরণটি দেখে একই ধরনের এ রকম অনেক উদ্যোগ নেওয়া হবে। সব শিক্ষা বোর্ড যদি ইতিমধ্যে এটি না করে থাকে, নিশ্চয়ই তারাও এর কাজ শুরু করবে। (এবং হ্যাকাররা অবশ্যই এটা হ্যাক করে ফেসবুকে দেওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু সেটা অন্য ব্যাপার! প্রযুক্তির সমস্যা আমাকে কখনই দুর্ভাবনায় ফেলে না।)

কাজেই বলা যেতে পারে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সমস্যা সঠিকভাবে সৃজনশীল প্রশ্ন করা- তার একটা চমৎকার সমাধান বের হয়ে গেছে।

৪ পৃষ্ঠার পর ... ৭ পৃষ্ঠার

সমকাল